#RiseWithRICE

RICE IAS

প্রত্যাশিত EDITORIAL EXPLAINED

for

IAS মেইনস পরীক্ষা

02nd to 07th Mar 2026

RICE IAS

INDEX

1. **সাধারণ অধ্যয়ন ২** **01**
    - 1.1. রাষ্ট্রনীতি ও শাসনব্যবস্থা 01
        - 1.1.1. পাঠ্যপুস্তক, সাংবিধানিকতা এবং ভারতে গণতান্ত্রিক সংবেদনশীলতা 01
    - 1.2. সামাজিক ন্যায়বিচার 03
        - 1.2.1. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে নারীর ডিজিটাল নিরাপত্তা 03
        - 1.2.2. সংঘাত ও অস্থিরতার মাঝে নারী অধিকার রক্ষা 07

2. **সাধারণ অধ্যয়ন ৩** **11**
    - 2.1. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি 11
        - 2.1.1. অ্যানথ্রপিক বনাম মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর এবং ওপেনএআই-এর কৌশলগত প্রবেশ 11

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | IAS 10-Month GS PCM | Degree + IAS | Prelims Test Series

RICEIAS.COM +91 8100819447 Follow us on:

Sealdah, Kolkata Old Rajinder Nagar, New Delhi At Adamas University

সাধারণ অধ্যয়ন ২

1.1. রাষ্ট্রনীতি ও শাসনব্যবস্থা

1.1.1. পাঠ্যপুস্তক, সাংবিধানিকতা এবং ভারতে গণতান্ত্রিক সংবেদনশীলতা

ভূমিকা

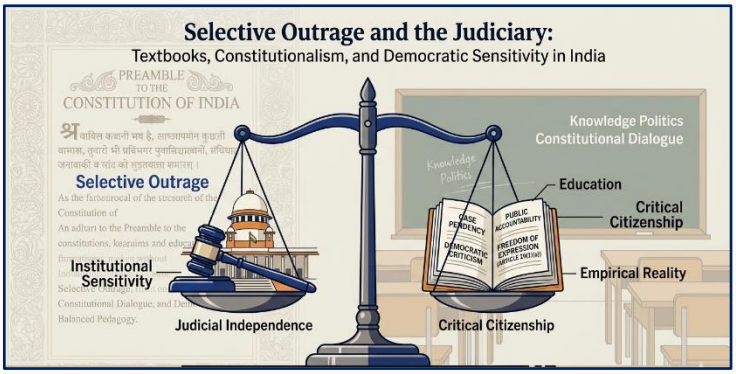

অষ্টম শ্রেণির এনসিইআরটি (NCERT) পাঠ্যপুস্তকে বিচারবিভাগ সংক্রান্ত কিছু তথ্যের অবতারণা নতুন করে সাংবিধানিক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয়টিকে বিচারবিভাগের সততার বিরুদ্ধে একটি "গভীর ষড়যন্ত্র" বলে অভিহিত করেছে। আদালতের এই কঠোর প্রতিক্রিয়া প্রাতিষ্ঠানিক সংবেদনশীলতা নিয়ে উদ্বেগকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

এই ঘটনাটি কেবল পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এটি মূলত কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে:

- গণতান্ত্রিক সমাজে প্রাতিষ্ঠানিক সমালোচনার সীমা কতটুকু?
- বিচারবিভাগের মর্যাদা এবং বাক-স্বাধীনতার মধ্যে ভারসাম্য।
- সচেতন নাগরিক গড়ে তুলতে শিক্ষার ভূমিকা।
- বিচারবিভাগ, নির্বাহী বিভাগ (Executive) এবং জ্ঞান উৎপাদনের মধ্যে পরিবর্তনশীল সম্পর্ক।

প্রেক্ষাপট: পাঠ্যপুস্তক বিতর্ক

বিতর্কটি শুরু হয় যখন সুপ্রিম কোর্টের একটি বেঞ্চ পাঠ্যপুস্তকের সেই অংশগুলোর ওপর আপত্তি জানায় যেখানে আলোচনা করা হয়েছে:

- বিচারবিভাগীয় দুর্নীতি।
- মামলার দীর্ঘসূত্রতা (Case pendency)।
- বিচার প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা।
- অভিযোগ জানানো এবং দায়বদ্ধতার প্রক্রিয়া।

এরপর কেন্দ্রীয় সরকার দুঃখ প্রকাশ করে এবং এই বিষয়বস্তুর জন্য দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থার ইঙ্গিত দেয়। আদালতের মতে, এই তথ্যগুলো প্রতিষ্ঠানের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করে; অন্যদিকে সমালোচকদের মতে, এগুলো বাস্তবসম্মত নাগরিক সচেতনতার অংশ।

সাংবিধানিক প্রেক্ষাপট: বিচারবিভাগ ও বাক-স্বাধীনতা

ভারতীয় সংবিধান একই সাথে প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব রক্ষা এবং গণতান্ত্রিক সমালোচনা—উভয়কেই সমর্থন করে।

১. **বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ধারা ১৯(১)(ক)** এই ধারা নাগরিককে কথা বলার ও মত প্রকাশের অধিকার দেয়, যার অন্তর্ভুক্ত হলো:
   - একাডেমিক বা শিক্ষামূলক সমালোচনা।
   - প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যায়ন।
   - নাগরিক শিক্ষা এবং আলোচনা। সুপ্রিম কোর্ট নিজেই অতীতে বলেছে যে, তথ্যসমৃদ্ধ সমালোচনা গণতন্ত্রকে সমৃদ্ধ করে (**রমেশ থাপার বনাম মাদ্রাজ রাজ্য, ১৯৫০**)। তবে ধারা ১৯(২) অনুযায়ী 'আদালত অবমাননা' বা 'জনশৃঙ্খলা' রক্ষার স্বার্থে এতে যৌক্তিক বিধিনিষেধ আরোপ করা যেতে পারে।

২. **বিচারবিভাগের স্বাধীনতা, ধারা ১২৪–১৪৭** বিচারবিভাগের স্বাধীনতা সংবিধানের **'মৌলিক কাঠামো'** (Basic Structure Doctrine)-এর অংশ (**কেশবানন্দ ভারতী মামলা, ১৯৭৩**)। সাংবিধানিক সুরক্ষাগুলো হলো:

- চাকরির মেয়াদের নিরাপত্তা।
- বেতন ও ভাতা ভারতের 'সঞ্চিত তহবিল' (Consolidated Fund) থেকে প্রদান।
- অভিশংসন (Impeachment) ছাড়া অপসারণের জটিল প্রক্রিয়া।
- নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচারবিভাগের পৃথকীকরণ (ধারা ৫০)। তবে এই স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে, প্রতিষ্ঠানটি জনগণের নজরদারির ঊর্ধ্বে।

পর্যবেক্ষণ থেকে উঠে আসা মূল বিষয়সমূহ

১. **প্রাতিষ্ঠানিক সংবেদনশীলতা: সুরক্ষা নাকি অতি-সক্রিয়তা?** পাঠ্যপুস্তক কোনো সাধারণ সংবাদ মাধ্যম নয়, এটি রাষ্ট্রের অনুমোদিত জ্ঞান ভাণ্ডার যা নাগরিক চেতনা তৈরি করে। আদালতের উদ্বেগ হলো, পাঠ্যক্রমে দুর্নীতির উল্লেখ থাকলে বিচার ব্যবস্থার ওপর জনগণের আস্থা কমে যেতে পারে। তবে দার্শনিক **জন স্টুয়ার্ট মিল**-এর মতে, কোনো বক্তব্য কেবল অস্বস্তিকর হলেই তাকে আটকানো উচিত নয়, যদি না তা সরাসরি কোনো ক্ষতি করে।

২. **কাঠামোগত বাস্তবতা এবং সাংবিধানিক আলোচনা** বাস্তব পরিসংখ্যান বিচারবিভাগের বড় চ্যালেঞ্জগুলোকে তুলে ধরে:

- দেশের বিভিন্ন আদালতে **৫ কোটিরও বেশি** মামলা জমে আছে।
- সুপ্রিম কোর্টে **৭০,০০০**-এর বেশি মামলা ঝুলে আছে।
- উচ্চ আদালতে শূন্যপদের হার প্রায় **২৫-৩৫%**। **হুসেনারা খাতুন** মামলায় (ধারা ২১ - দ্রুত বিচার পাওয়ার অধিকার) এই সমস্যাগুলো স্বীকৃত। প্রশ্ন হলো, এই বাস্তবতাগুলো আলোচনা করা কি অবমাননা নাকি এটি স্বচ্ছ নাগরিক শিক্ষার অংশ?

৩. **পাঠ্যক্রম নিয়ন্ত্রণ এবং জ্ঞানের রাজনীতি** আন্তোনিও গ্রামসি-র **'সাংস্কৃতিক আধিপত্য'** (Cultural Hegemony) তত্ত্ব অনুযায়ী, শিক্ষার ওপর নিয়ন্ত্রণ আসলে জনমত গঠনের ওপর নিয়ন্ত্রণ। যখন পাঠ্যপুস্তকের অন্যান্য ঐতিহাসিক বা অর্থনৈতিক বিষয়গুলোতে পরিবর্তন আনা হচ্ছে, তখন বিচারবিভাগ সংক্রান্ত সমালোচনাকে বিশেষভাবে লক্ষ্যবস্তু করা 'নির্বাচনী প্রতিক্রিয়া' হিসেবে দেখা হতে পারে।

৪. **নির্বাচনী ক্ষোভ এবং বৈধতার সংকট** ম্যাক্স ওয়েবারের মতে, প্রতিষ্ঠানের বৈধতা টিকে থাকে জনগণের বিশ্বাসের ওপর। যখন কোনো প্রতিষ্ঠান সমালোচনা সহ্য করতে পারে না, তখন তার বৈধতা দুর্বল হয়। নির্বাহী বিভাগ বা আমলাতন্ত্রের সমালোচনা নিয়মিত হলেও, কেবল বিচারবিভাগের ক্ষেত্রে কঠোর প্রতিক্রিয়া একটি **'দায়বদ্ধতার অসামঞ্জস্য'** তৈরি করে।

একটি বৃহত্তর সাংবিধানিক প্রশ্ন

এই ঘটনাটি একটি চিরন্তন দ্বিধাকে সামনে এনেছে:

- প্রতিষ্ঠানগুলো কি কেবল নিজেদের ভাবমূর্তি রক্ষায় গুরুত্ব দেবে?
- নাকি দীর্ঘমেয়াদী বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াতে স্বচ্ছতাকে আলিঙ্গন করবে? রাষ্ট্রবিজ্ঞানী **ব্রুস অ্যাকারম্যান**-এর মতে, প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিকদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন আলোচনার মাধ্যমেই গণতন্ত্র বিকশিত হয়। পাঠ্যপুস্তক সেই আলোচনারই একটি মাধ্যম।

তুলনামূলক বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

বিশ্বের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিচারবিভাগের সমালোচনাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছে:

- **আমেরিকা:** সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের শিক্ষামূলক সমালোচনা সেখানে অত্যন্ত সাধারণ।
- **যুক্তরাজ্য:** বিচারবিভাগের সংস্কার নিয়ে পার্লামেন্টে খোলামেলা বিতর্ক হয়।

- **কানাডা:** বিচারবিভাগীয় স্বচ্ছতা রিপোর্ট জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা বাড়ায়। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট দেখায় যে, সমালোচনা এবং বিচারবিভাগের প্রতি শ্রদ্ধা—একই সাথে টিকে থাকতে পারে।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ: প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা এবং গণতান্ত্রিক শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধন

- **বিচারবিভাগের মর্যাদা রক্ষা করা:** আদালতকে মৌলিক অধিকারের রক্ষক, সংবিধানের ব্যাখ্যাকারী এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের আধিপত্য রোধকারী শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া; সাংবিধানিক শাসনের জন্য জন-আস্থা বজায় রাখা অপরিহার্য।
- **দায়িত্বশীল সমালোচনাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া:** দার্শনিক **ইয়ুর্গেন হাবারমাস**-এর মতানুসারে জনসমক্ষে যুক্তিপূর্ণ ও গঠনমূলক বিতর্ককে উৎসাহিত করা; যাতে প্রতিষ্ঠানগুলো আলোচনার ঊর্ধ্বে না থেকে বরং আলাপ-আলোচনার জন্য উন্মুক্ত থাকে।
- **ভারসাম্যপূর্ণ নাগরিক শিক্ষাদান পদ্ধতি:** শিক্ষামূলক বিষয়বস্তুতে বিচারবিভাগের সাফল্যের পাশাপাশি এর কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা এবং দায়বদ্ধতার প্রক্রিয়াগুলোও তুলে ধরা উচিত, যাতে তথ্যের বিকৃতি বা অতি-সরলীকরণ এড়ানো যায়।
- **শিক্ষায় সাংবিধানিক নৈতিকতা অন্তর্ভুক্ত করা: ডঃ বি.আর. আম্বেদকরের** স্বপ্ন অনুযায়ী, নাগরিক শিক্ষা এমন হওয়া উচিত যা যুক্তিবাদী চিন্তাভাবনা, প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতনতা এবং দায়বদ্ধতার কাঠামো সম্পর্কে জ্ঞান তৈরি করে।
- **সমালোচনামূলক চেতনা বৃদ্ধি করা: পাউলো ফ্রেইরের** "চেতনায়ণ" (Conscientization) ধারণা অনুসরণ করে সচেতন এবং সক্রিয় নাগরিক গড়ে তোলা উচিত; প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত আলোচনা দমন করলে নাগরিকরা সাংবিধানিক সচেতন হওয়ার বদলে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ার ঝুঁকি থাকে।
- **তথ্য গোপন নয়, স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা:** আত্মরক্ষামূলক সেন্সরশিপ বা কাটছাঁট করার বদলে নীতিগত উন্মুক্ততা গ্রহণ করা উচিত। তথ্যভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনা গণতান্ত্রিক বৈধতাকে দুর্বল নয়, বরং শক্তিশালী করে।

উপসংহার

সংস্কারই প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃত্বের ভিত্তি আম্বেদকরের **'সাংবিধানিক নৈতিকতা'**র ধারণা অনুযায়ী, প্রতিষ্ঠানগুলোর উচিত দায়িত্বশীল সমালোচনা সহ্য করা; কারণ গণতন্ত্রে সম্মান গড়ে ওঠে স্বচ্ছতার মাধ্যমে, নীরবতার মাধ্যমে নয়। নিজের বৈধতা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী বিচারবিভাগ যে কোনো তথ্যসমৃদ্ধ সমালোচনাকে আক্রমণ হিসেবে না দেখে বরং ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করতে পারে। নির্বাচনী ক্ষোভ জনআস্থা নষ্ট করে, যেখানে নীতিগত স্বচ্ছতা সাংবিধানিক গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করে।

Q. "একটি গণতন্ত্রে প্রাতিষ্ঠানিক বৈধতা সমালোচনা থেকে দূরে থাকার চেয়ে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার মাধ্যমে বেশি শক্তিশালী হয়—এই ধারণাটি সমালোচনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করুন। সমসাময়িক উদাহরণসহ ব্যাখ্যা দিন।"

1.2. সামাজিক ন্যায়বিচার

1.2.1. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে নারীর ডিজিটাল নিরাপত্তা

প্রেক্ষাপট

- দৈনন্দিন জীবনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্রুত সংযুক্তি সমাজকে রূপান্তরিত করেছে, কিন্তু একই সাথে এটি ডিজিটাল জগতে নারীদের জন্য ঝুঁকি ও অসুরক্ষাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।
- **২০২৬ সালের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের** প্রাক্কালে, প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সাথে নৈতিক AI এবং নারীদের ডিজিটাল নিরাপত্তার জন্য শক্তিশালী সুরক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয় ঘটানো এক জরুরি প্রয়োজনে পরিণত হয়েছে।

AI এবং ডিজিটাল প্রযুক্তি কীভাবে নারীদের ক্ষমতায়ন করছে

১. **অর্থনৈতিক সুযোগের প্রসার:** ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলি নারীদের ই-কমার্স, ফ্রিল্যান্সিং এবং গৃহ-ভিত্তিক উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করছে। উদাহরণস্বরূপ, Meesho-এর মতো প্ল্যাটফর্মগুলি ছোট শহরের অনেক নারীকে অনলাইন রিসেলিংয়ের মাধ্যমে আয় করতে সক্ষম করে তুলেছে।

২. **শিক্ষা এবং দক্ষতার উন্নয়ন:** 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' এবং **'প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ ডিজিটাল সাক্ষরতা অভিযান'** (PMGDISHA)-এর অধীনে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ ডিজিটাল সাক্ষরতা এবং অনলাইন শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করেছে, যা বিশেষ করে গ্রামীণ নারীদের জন্য সহায়ক হয়েছে।

৩. **আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সুদৃঢ়করণ: 'প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা'**-র মতো প্রকল্পগুলি লক্ষ লক্ষ নারীকে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে এবং ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ও সরাসরি সুবিধা হস্তান্তরের (DBT) সুবিধা গ্রহণ করতে সক্ষম করেছে।

৪. **স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন: 'ই-সঞ্জীবনী'** (eSanjeevani)-র মতো টেলিমেডিসিন প্ল্যাটফর্মগুলি বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার নারীদের দূর থেকে ডাক্তারদের পরামর্শ নিতে এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা পেতে সাহায্য করছে।

৫. **সামাজিক ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি:** ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলি নারীদের নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে, জনমত গঠনে অংশ নিতে এবং সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে সাহায্য করে; যার প্রমাণ আমরা #MeToo-এর মতো প্রচারণার মাধ্যমে দেখেছি।

৬. **প্রযুক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি:** AI গবেষণা এবং STEM (বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত) ক্ষেত্রে নারীদের প্রতিনিধিত্ব বাড়লে তা প্রযুক্তিকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং নৈতিক করে তুলবে। এটি ডিজিটাল ব্যবস্থায় লিঙ্গ-ভিত্তিক সমস্যাগুলো সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

AI যুগে নারীর ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **অনলাইন হয়রানি এবং ডিজিটাল নির্যাতনের বৃদ্ধি**

- ইন্টারনেটের প্রসার বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে নারীদের সাইবার বুলিং, ট্রোলিং, স্টকিং এবং **ডক্সিং** (সম্মতি ছাড়াই অনলাইনে ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ করা)-এর সম্মুখীন হওয়ার ঝুঁকি বেড়েছে।
- UN Women এবং The Economist Intelligence Unit (2021)-এর একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, বিশ্বজুড়ে ৩৮% নারী অনলাইন সহিংসতার শিকার হয়েছেন এবং ৮৫% নারী ডিজিটাল নির্যাতনের সাক্ষী হয়েছেন।
- ভারতে, **ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো** (NCRB) ২০২২ সালে ৬৫,০০০-এর বেশি সাইবার অপরাধের মামলা নথিভুক্ত করেছে, যা ডিজিটাল স্পেসে লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার ক্রমবর্ধমান প্রবণতাকে নির্দেশ করে।

২. **ডিপফেক (Deepfake) এবং AI প্রযুক্তির অপব্যবহার**

- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অগ্রগতি **ডিপফেক** তৈরিতে সহায়তা করছে—যা মূলত এমনভাবে পরিবর্তিত ভিডিও, ছবি বা অডিও যা কোনো ব্যক্তিকে মিথ্যাভাবে উপস্থাপন করে।
- Deeptrace-এর গবেষণা অনুযায়ী, অনলাইনে থাকা ডিপফেক ভিডিওগুলোর প্রায় ৯৬% হলো সম্মতিহীন পর্নোগ্রাফিক কন্টেন্ট, যার মূল লক্ষ্যবস্তু নারী।
- Sensity AI-এর ২০২৩ সালের একটি বিশ্লেষণেও দেখা গেছে যে, ডিপফেক-ভিত্তিক যৌন শোষণের প্রাথমিক শিকার হলেন নারীরা।

৩. **ছদ্মনাম ব্যবহার এবং প্ল্যাটফর্মের জবাবদিহিতার অভাব**

- অনলাইনে পরিচয় গোপন রাখা বা ছদ্মনাম ব্যবহার করার সুযোগ থাকায় সাইবার অপরাধীদের শনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে। ক্ষতিকারক কন্টেন্টগুলো প্ল্যাটফর্মগুলোতে এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে যে মডারেশন বা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তার সাথে তাল মেলাতে পারে না।

- **Information Technology Rules, 2021** থাকা সত্ত্বেও, এর প্রয়োগ এবং জবাবদিহিতার প্রক্রিয়াগুলো এখনও অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ফলে অবমাননাকর কন্টেন্টগুলো ইন্টারনেটে থেকেই যায়।

৪. AI উন্নয়নের ক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্য

- AI গবেষণা এবং এর নেতৃত্বদানকারী পর্যায়ে নারীদের উপস্থিতি অত্যন্ত নগণ্য। **UNDP** এবং **UNESCO**-এর মতে, বিশ্বজুড়ে AI পেশাদারদের মাত্র ২২% নারী এবং ১৪%-এরও কম নারী উচ্চপদস্থ ভূমিকায় রয়েছেন।
- AI উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই বৈচিত্র্যের অভাব অ্যালগরিদমিক পক্ষপাত (Algorithmic bias) এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক অপব্যবহারের বিরুদ্ধে অপর্যাপ্ত সুরক্ষা ব্যবস্থার জন্ম দিতে পারে।

৫. ডিপফেক-এর জন্য সুনির্দিষ্ট আইনি বিধানের অভাব

- ভারত **Information Technology Act, 2000** এবং **Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023**-এর মতো আইনের মাধ্যমে অশ্লীলতা, ছদ্মবেশ ধারণ এবং গোপনীয়তা লঙ্ঘনের মতো সাইবার অপরাধগুলো মোকাবিলা করে।
- তবে, বর্তমানে AI-চালিত ডিপফেক নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট আইন নেই, যা AI-এর মাধ্যমে করা হয়রানি মোকাবিলায় চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে।

৬. ডিজিটাল সচেতনতা এবং শিক্ষার অভাব

- অনেক ব্যবহারকারী, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম এবং নতুন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের সাইবার নিরাপত্তা, AI-এর অপব্যবহার এবং অভিযোগ জানানোর প্রক্রিয়া সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা নেই।
- **Internet and Mobile Association of India**-এর তথ্য অনুযায়ী, **২০২৩ সালে ভারতে ৮২০ মিলিয়নেরও** বেশি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ছিল, কিন্তু ডিজিটাল সাক্ষরতার হার সর্বত্র সমান নয়।
- এর ফলে **National Cyber Crime Reporting Portal**-এর মতো প্ল্যাটফর্মগুলোতে অভিযোগ জানানোর হার কমে যায় এবং অনলাইন শোষণের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।
- **মোবাইল ইন্টারনেট** ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভারতে **৪০% লিঙ্গবৈষম্য** রয়েছে—নারীদের ডিজিটাল অ্যাক্সেস কম হওয়ায় তাদের নিরাপত্তা সচেতনতা এবং নিজেদের রক্ষার প্রয়োজনীয় সরঞ্জামও কম থাকে। (**GSMA Mobile Gender Gap 2024**)

ভারতে বিদ্যমান নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপসমূহ

- **IT Act, 2000 (ধারা ৬৬-ই):** তথ্যপ্রযুক্তি **আইন, ২০০০-এর ৬৬-ই ধারা** অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া তার একান্ত ব্যক্তিগত মুহূর্তের ছবি তোলা, প্রকাশ করা বা আদান-প্রদান করা গোপনীয়তা লঙ্ঘনের শামিল। এর শাস্তি হিসেবে সর্বোচ্চ তিন বছরের কারাদণ্ড অথবা ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা, কিংবা উভয় দণ্ডই হতে পারে।
- **IT Act, 2000 (ধারা ৬৭-এ):** এই ধারায় ইলেকট্রনিক মাধ্যমে যৌনতাপূর্ণ বিষয়বস্তু প্রকাশ বা আদান-প্রদান করাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। যদিও এটি ডিপফেক কন্টেন্টের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব, তবে এতে বিশেষভাবে AI-দ্বারা তৈরি মিডিয়া বা বিষয়বস্তুর উল্লেখ নেই।
- **BNS, 2023: 'ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ২০২৩'** অনুযায়ী, অনুমতি ছাড়া কারও অন্তরঙ্গ ছবি ছড়িয়ে দেওয়া একটি দণ্ডনীয় অপরাধ। এটি আগের IPC কাঠামোর তুলনায় সুরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করেছে। তবে, এই আইনেও AI-চালিত ডিপফেক মোকাবিলায় সুনির্দিষ্ট কোনো ধারা এখনও নেই।
- **MeitY ডিপফেক নির্দেশিকা, ২০২৩: ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক** (MeitY) অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলোর জন্য নির্দেশিকা জারি করেছে যে, কোনো রিপোর্ট করা ডিপফেক কন্টেন্ট নোটিশ পাওয়ার তিন ঘণ্টার মধ্যে সরিয়ে ফেলতে হবে।

AI পরিচালনার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম চর্চা (Best Practices)

- **EU AI Act, 2024:** এটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংক্রান্ত বিশ্বের প্রথম ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ আইন। এই আইনে সম্মতিহীন অন্তরঙ্গ ছবি (NCII) এবং ডিপফেক তৈরি করে এমন সিস্টেমগুলোকে 'অগ্রহণযোগ্য ঝুঁকি' (Unacceptable Risk) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এগুলোর ব্যবহারের ওপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।
- **AI নৈতিকতা কাঠামো (AI Ethics Framework):** ২০২১ সালের **ইউনেস্কোর (UNESCO)** সুপারিশ অনুযায়ী, কোনো AI সিস্টেম চালু করার আগে তার **লিঙ্গ-ভিত্তিক প্রভাব** (Gender Impact Assessment) মূল্যায়ন করা এবং AI উন্নয়নকারী দলে বৈচিত্র্য (নারীদের অংশগ্রহণ) নিশ্চিত করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।
- **দায়িত্বশীল AI-এর নীতিমালা:** অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থা (OECD) অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি, মানবকেন্দ্রিক মূল্যবোধ, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার নীতিগুলো তুলে ধরেছে। ভারত এই নীতিগুলো সমর্থন করলেও দেশীয় নিয়ন্ত্রক কাঠামোতে এগুলো কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা এখনও বাকি।

ভবিষ্যতের পথনির্দেশ: নারীর ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কৌশলগত নীতিগত পদক্ষেপ

AI উদ্ভাবনের সাথে নারীর ডিজিটাল নিরাপত্তার সমন্বয় ঘটাতে একটি **বহু-অংশীদারভিত্তিক কৌশল** (Multi-stakeholder strategy) প্রয়োজন, যা সুনির্দিষ্ট ও কার্যকর পদক্ষেপের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে।

১. **আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সুদৃঢ় করা**

- **ডিপফেক সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট আইন** (Dedicated Deepfake Legislation): ডিপফেক এবং সিন্থেটিক মিডিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি বিশেষ আইন প্রণয়ন করতে হবে। এতে সম্মতিহীন **AI-জেনারেটেড অন্তরঙ্গ কন্টেন্ট** তৈরি, বিতরণ বা হোস্টিং করাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং ভুক্তভোগীদের জোরালো সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।
- **প্ল্যাটফর্মের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি** (Enhanced Platform Accountability): তথ্যপ্রযুক্তি আইন, ২০০০-এর ৭৯ নম্বর ধারার মতো বিধানগুলো সংশোধন করতে হবে, যাতে প্ল্যাটফর্মগুলো **AI-ভিত্তিক শনাক্তকরণ** (AI-based detection) এবং ক্ষতিকারক কন্টেন্ট মডারেশনে আরও সক্রিয় ভূমিকা নেয়। পদ্ধতিগত অবহেলার ক্ষেত্রে প্ল্যাটফর্মগুলোর ওপর কঠোর দায়বদ্ধতা আরোপ করতে হবে।
- **দ্রুতগামী সাইবার বিচার ব্যবস্থা** (Fast-Track Cyber Justice): সাইবার অপরাধের দ্রুত তদন্ত এবং ডিপফেক সংক্রান্ত মামলাগুলোর সময়মতো নিষ্পত্তির জন্য প্রতিটি রাজ্যে **বিশেষায়িত সাইবার ক্রাইম আদালত** এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত **ডিজিটাল-ফরেনসিক ইউনিট** স্থাপন করতে হবে।

২. **AI উন্নয়নে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি**

- **AI গবেষণায় নারীদের উৎসাহদান:** সরকারি সহায়তাপুষ্ট AI উদ্যোগগুলোতে (যেমন: IndiaAI Mission) বিশেষ ফেলোশিপ এবং গবেষণা প্রণোদনার মাধ্যমে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে।
- **STEM থেকে AI-তে রূপান্তর** (STEM-to-AI Pipeline): বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত (STEM) এবং AI-সংক্রান্ত পেশায় নারীদের প্রবেশ সহজ করতে বৃত্তি, মেন্টরশিপ প্রোগ্রাম এবং ইন্টার্নশিপের সুযোগ বাড়াতে হবে।
- **প্রযুক্তি খাতে বৈচিত্র্য উৎসাহিত করা:** টেক কোম্পানিগুলোতে **লিঙ্গ বৈচিত্র্য অডিট** (Gender diversity audits) এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু করতে হবে যাতে **অ্যালগরিদমিক পক্ষপাত** (Algorithmic bias) কমানো যায় এবং নৈতিক AI তৈরি করা সম্ভব হয়।

৩. **ডিজিটাল নিরাপত্তা ও সচেতনতা বৃদ্ধি**

- **ডিজিটাল নিরাপত্তা শিক্ষা:** প্রাথমিক সচেতনতা তৈরির জন্য NCERT কর্তৃক উন্নত স্কুল পাঠ্যক্রমে AI নীতিশাস্ত্র, ডিপফেক সচেতনতা এবং সাইবার নিরাপত্তা মডিউল অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

- **রিপোর্টিং এবং সহায়তা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা:** সাইবার অপরাধ মোকাবিলায় রেসপন্স মেকানিজম উন্নত করতে হবে, যার মধ্যে থাকবে ডেডিকেটেড **হেল্পলাইন** এবং AI-জনিত হয়রানির শিকার হওয়া ব্যক্তিদের জন্য **র‍্যাপিড রেসপন্স টিম**।
- **তৃণমূল স্তরে ডিজিটাল সাক্ষরতা:** 'দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা – জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন'-এর অধীনে থাকা **স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোর** (SHGs) মতো তৃণমূল প্ল্যাটফর্মগুলোকে ব্যবহার করে ডিজিটাল সাক্ষরতা, অভিযোগ জানানোর প্রক্রিয়া এবং নারীদের জন্য সাপোর্ট নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে।

উপসংহার

নারীর মর্যাদা ও অধিকারের সাথে আপস না করে প্রযুক্তির সুবিধাগুলো গ্রহণ করতে হলে AI উদ্ভাবন এবং ডিজিটাল নিরাপত্তার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা জরুরি। এজন্য প্রয়োজন সমন্বিত প্রচেষ্টা। **নৈতিক AI গভর্ন্যান্স**, কঠোর আইনি প্রয়োগ এবং প্রযুক্তি উন্নয়নে **লিঙ্গ বৈচিত্র্যকে** অগ্রাধিকার দেওয়ার মাধ্যমেই ডিজিটাল ইকোসিস্টেমে নারীদের সমান অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা সম্ভব।

1.2.2. সংঘাত ও অস্থিরতার মাঝে নারী অধিকার রক্ষা

প্রেক্ষাপট

- **আন্তর্জাতিক নারী দিবস (৮ মার্চ)** পালন করার মাধ্যমে বর্তমানের ক্রমবর্ধমান অস্থির বৈশ্বিক পরিবেশে নারীদের অধিকার রক্ষার জরুরি প্রয়োজনীয়তা আবারও সামনে এসেছে।
- **২০২৬ সালের বৈশ্বিক প্রতিপাদ্য**— জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত **"অধিকার, ন্যায়বিচার, পদক্ষেপ: সকল নারী ও কন্যাশিশুদের জন্য"**, যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলে নারী ও কন্যাশিশুদের চরম নিরাপত্তাহীনতা ও ঝুঁকির বিষয়টির দিকে বিশ্ববাসীর নজর কেড়েছে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস সম্পর্কে

- **উৎপত্তি:** বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে শ্রমিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই দিবসের সূচনা হয়। তখন নারী শ্রমিকরা উন্নত কর্মপরিবেশ, ন্যায্য মজুরি, ভোটাধিকার এবং রাজনৈতিক সমতার দাবি জানিয়েছিলেন।
- **বিস্তৃতি:** ধীরে ধীরে এটি লিঙ্গভিত্তিক ন্যায়বিচার, শ্রম অধিকার এবং নারী ক্ষমতায়নের একটি বৈশ্বিক আন্দোলনে রূপ নেয়।
- **জাতিসংঘের স্বীকৃতি:** জাতিসংঘ **১৯৭৭** সালে আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে স্বীকৃতি দেয়, যা এই দিবসটিকে একটি বৈশ্বিক প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা প্রদান করে।
- **সমসাময়িক গুরুত্ব:** বর্তমান সময়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস বহুমুখী উদ্দেশ্যে পালন করা হয়:
  - **সাফল্যের স্বীকৃতি:** রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান এবং সমাজ গঠনে নারীদের অবদানকে স্বীকার করা।
  - **নীতি নির্ধারণী প্ল্যাটফর্ম:** সরকার এবং সুশীল সমাজ এই দিনে লিঙ্গ বৈষম্য ও বঞ্চনার বিষয়গুলো তুলে ধরে।
  - **জবাবদিহিতার মাধ্যম:** লিঙ্গভিত্তিক ন্যায়বিচারের জন্য রাষ্ট্রগুলোকে তাদের আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো আরও শক্তিশালী করতে উৎসাহিত করে।

আন্তর্জাতিক নারী অধিকার কাঠামোর বিবর্তন এবং সংঘাতকালীন সুরক্ষা

ক. সশস্ত্র সংঘাতে নারীদের সুরক্ষায় আন্তর্জাতিক আইনি কাঠামো

১. **জেনেভা কনভেনশন (১৯৪৯)**

- সশস্ত্র সংঘাতে নারীদের **বিশেষ সুরক্ষা** প্রদান করে।
- **যৌন সহিংসতা**, অমানবিক আচরণ এবং অবমাননাকর কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সুরক্ষা।

- নারী যুদ্ধবন্দী এবং বেসামরিক নারীদের **মানবিক আচরণ** নিশ্চিত করা।

২. **নারী, শান্তি ও নিরাপত্তা (WPS) এজেন্ডা**

- এটি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের **রেজোলিউশন ১৩২৫ (২০০০)**-এর মাধ্যমে শুরু হয়।
- সংঘাতে নারীদের ওপর **অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রভাব** স্বীকার করা হয়।
- এই রেজোলিউশনের চারটি মূল স্তম্ভ:
  - **অংশগ্রহণ:** শান্তি আলোচনা ও শাসন ব্যবস্থায় নারীদের অন্তর্ভুক্তি।
  - **সুরক্ষা:** সহিংসতা ও শোষণ থেকে নারীদের রক্ষা করা।
  - **প্রতিরোধ:** সংঘাত প্রতিরোধের কৌশলে **লিঙ্গভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি** যুক্ত করা।
  - **ত্রাণ ও পুনরুদ্ধার:** যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৩. **পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ রেজোলিউশনসমূহ**

- **রেজোলিউশন ১৮২০ (২০০৮):** যৌন সহিংসতাকে **যুদ্ধের কৌশল** হিসেবে স্বীকৃতি।
- **রেজোলিউশন ১৮৮৯ (২০০৯):** যুদ্ধোত্তর শান্তি বিনির্মাণে নারীদের অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদান।
- **রেজোলিউশন ২২৪২ (২০১৫):** সন্ত্রাসবাদ দমন ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় নারীদের অংশগ্রহণকে যুক্ত করা।
- **রেজোলিউশন ২৪৯৩ (২০১৯):** WPS এজেন্ডা বাস্তবায়নে অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা।

খ. **মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে লিঙ্গ সমতা**

১. **CEDAW (১৯৭৯):** এটিকে নারীদের **আন্তর্জাতিক অধিকার বিল** বলা হয়। এটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করতে রাষ্ট্রকে বাধ্য করে।

২. **বেইজিং ঘোষণা (১৯৯৫):** নারী ক্ষমতায়নের একটি ব্যাপক রূপরেখা। এটি **"নারী ও সশস্ত্র সংঘাত"**-কে একটি সংকটময় ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

৩. **টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG-5):** এর লক্ষ্য হলো **লিঙ্গ সমতা অর্জন** এবং সকল নারী ও কন্যাশিশুর ক্ষমতায়ন।

অধিকার, ন্যায়বিচার এবং পদক্ষেপ: বৈশ্বিক বাধ্যবাধকতা

২০২৬ সালের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য লিঙ্গ সমতা অর্জনের জন্য তিনটি আন্তঃসংযুক্ত স্তম্ভের ওপর জোর দেয়:

১. **নারীর অধিকার নিশ্চিতকরণ:** সশস্ত্র সংঘাত ও অস্থিরতার সময়ও নারীর অধিকার রক্ষা করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে:

- **লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা (GBV)** এবং হয়রানি থেকে মুক্তি।
- যৌন শোষণ, পাচার এবং **জবরদস্তিমূলক বাস্তুচ্যুতি** থেকে সুরক্ষা।
- খাদ্য, আশ্রয় এবং স্বাস্থ্যসেবার মতো **মানবিক সহায়তায়** সমান অধিকার।
- **প্রজনন ও মাতৃস্বাস্থ্য** অধিকার রক্ষা।

২. **ভিকটিমদের জন্য ন্যায়বিচার (Justice for Victims):**

- সংঘাতকালীন যৌন সহিংসতার **তদন্ত ও বিচার (Prosecution)**।
- শরণার্থী ও বাস্তুচ্যুত নারীদের জন্য আইনি নিরাপত্তা।
- সারভাইভারদের জন্য **পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ**।
- **লিঙ্গ-সংবেদনশীল** বিচার ব্যবস্থা শক্তিশালী করা।

৩. **অঙ্গীকারকে পদক্ষেপে রূপান্তর:**

- **লিঙ্গ-সাড়াদানকারী** ত্রাণ কর্মসূচি।
- শান্তি আলোচনা ও প্রশাসনে নারীদের **অর্থবহ অংশগ্রহণ**।
- শরণার্থী শিবিরে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- নারী-কেন্দ্রিক উন্নয়নে পর্যাপ্ত **আর্থিক বরাদ্দ**।

প্রতিশ্রুতি কিন্তু অগ্রগতি নেই: বাস্তবতার ব্যবধান

আন্তর্জাতিক নীতিমালা থাকলেও বর্তমান বৈশ্বিক প্রবণতায় "প্রতিশ্রুতি আছে কিন্তু অগ্রগতি নেই" এমন একটি চিত্র দেখা যাচ্ছে।

উদ্বেগজনক বৈশ্বিক প্রবণতা (২০২৪–২০২৬):

- ১৯৪৬ সালের পর বিশ্বে বর্তমানে **সর্বোচ্চ সংখ্যক সশস্ত্র সংঘাত** চলছে।
- প্রায় **৬৭৬ মিলিয়ন নারী** সংঘাতপূর্ণ এলাকার কাছাকাছি বসবাস করছেন।
- গত দুই বছরে নারী ও শিশুদের মৃত্যুহার চার গুণ বেড়েছে এবং **সংঘাতকালীন যৌন সহিংসতা ৮৭% বৃদ্ধি** পেয়েছে।

নারীদের সুরক্ষা প্রদানে প্রধান কাঠামোগত চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **প্রাতিষ্ঠানিক পতন ও দুর্বল আইন প্রয়োগ:** সশস্ত্র সংঘাতের সময় একটি দেশের বিচার বিভাগ, পুলিশ এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। এর ফলে নারীদের সুরক্ষায় নিয়োজিত আইনগুলো অকার্যকর হয়ে যায় এবং অপরাধীরা **বিচারহীনতা** (Impunity) ভোগ করে।
   - **উদাহরণ:** সুদানের গৃহযুদ্ধের সময় আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো ভেঙে পড়ায় যৌন সহিংসতার রিপোর্ট বাড়লেও ভুক্তভোগীরা কোনো আইনি প্রতিকার পায়নি।

২. **বদ্ধমূল পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক রীতিনীতি:** সংঘাতকালীন পরিস্থিতিতে সামাজিক অস্থিরতা প্রায়ই **পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোকে** আরও শক্তিশালী করে। এটি নারীদের চলাফেরা, শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে মারাত্মকভাবে সীমিত করে দেয়।
   - **উদাহরণ:** আফগানিস্তানে **তালিবানের** পুনরুত্থানের পর নারীদের শিক্ষা এবং জনজীবনে অংশগ্রহণের ওপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

৩. **লিঙ্গ-অসংবেদনশীল মানবিক সহায়তা:** অনেক সময় ত্রাণ ও সহায়তা কর্মসূচিগুলো নারী ও কন্যাশিশুদের বিশেষ প্রয়োজনগুলো বিবেচনা না করেই তৈরি করা হয়। ফলে তারা খাদ্য নিরাপত্তা, প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা এবং মাসিক স্বাস্থ্যবিধির মতো মৌলিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়।
   - **উদাহরণ:** সিরীয় শরণার্থী শিবিরে পৃথক ও নিরাপদ শৌচাগারের অভাবে নারী ও মেয়েরা হয়রানির শিকার হয়েছে।

৪. **শান্তি ও নিরাপত্তা প্রক্রিয়ায় নারীদের বর্জন:** বিশ্বজুড়ে শান্তি আলোচনা বা সংঘাত নিরসনের টেবিলে নারীদের উপস্থিতি অত্যন্ত নগণ্য। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মাত্র **৭% শান্তি আলোচনাকারী** এবং **১৪% মধ্যস্থতাকারী** হলেন নারী। নারীদের এই অনুপস্থিতি শান্তিচুক্তিতে লিঙ্গ-সমতার বিষয়টি উপেক্ষা করার ঝুঁকি বাড়ায়।

৫. **যৌন সহিংসতাকে যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার:** আধুনিক অনেক যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে মানসিকভাবে ভেঙে দিতে এবং কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে আতঙ্কিত করতে যৌন সহিংসতাকে একটি **পরিকল্পিত রণকৌশল** হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এটি সামাজিক কাঠামোকে স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।
   - **উদাহরণ:** রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে এই ধরনের সহিংসতার অসংখ্য অভিযোগ পাওয়া গেছে।

৬. **ডিজিটাল সহিংসতা:** বর্তমানে প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নারী অধিকার কর্মীদের বিরুদ্ধে **অনলাইন হয়রানি**, অপপ্রচার এবং ডিজিটাল হুমকি বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি তাদের জনজীবনে সক্রিয় থাকাকে কঠিন করে তোলে এবং অনেক ক্ষেত্রে এটি বাস্তব জীবনের শারীরিক লাঞ্ছনায় রূপ নেয়।

অধিকারের জন্য প্রয়োজন পদক্ষেপ: ভবিষ্যতের পথনির্দেশ

২০২৬ সালের প্রতিপাদ্য—**"অধিকার, ন্যায়বিচার, পদক্ষেপ"**—কে বাস্তবে রূপান্তর করতে বৈশ্বিক নীতি এবং স্থানীয় নিরাপত্তার মধ্যে ব্যবধান ঘোচাতে নিচের বহুমুখী কৌশলগুলো প্রয়োজন:

- **শান্তি বিনির্মাণে বাধ্যতামূলক কোটা:** অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং স্থায়ী শান্তিচুক্তি নিশ্চিত করতে জাতিসংঘ পরিচালিত এবং জাতীয় পর্যায়ের সকল শান্তি আলোচনায় নারীদের অংশগ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা স্বেচ্ছামূলক থেকে **বাধ্যতামূলক (ন্যূনতম ৩০%)** হিসেবে নির্ধারণ করা।
- **লিঙ্গ-সংবেদনশীল বাজেটিং (GRB) প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ:** সামরিক-কেন্দ্রিক ব্যয় থেকে সরে এসে মানব-কেন্দ্রিক বিনিয়োগে গুরুত্ব দেওয়া এবং ২০২৬ সালের মধ্যে মানবিক ও শান্তি বিনির্মাণ তহবিলের **১৫% লিঙ্গ সমতার জন্য** বরাদ্দ করার লক্ষ্য রাখা।
- **আইনি জবাবদিহিতা শক্তিশালী করা:** বিচারহীনতার সংস্কৃতি বন্ধ করতে এবং লিঙ্গভিত্তিক অপরাধগুলোকে বড় ধরনের যুদ্ধাপরাধ হিসেবে গণ্য করতে **আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে (ICC)** সংঘাত-সম্পর্কিত যৌন সহিংসতার (CRSV) বিচারকে অগ্রাধিকার দেওয়া।
- **স্থানীয় সংগঠনগুলোকে সরাসরি সহায়তা:** যখন রাষ্ট্রীয় কাঠামো ব্যর্থ হয়, তখন সম্মুখসারির সেবাদানকারী হিসেবে নিয়োজিত তৃণমূল পর্যায়ের নারী সংগঠনগুলোকে মানসিক ও জীবনরক্ষাকারী সহায়তা প্রদানের জন্য **অবাধ ও নমনীয় অর্থায়ন** প্রদান করা।
- **নারী অধিকার কর্মীদের ডিজিটাল নিরাপত্তা:** নারী অধিকার কর্মীদের লিঙ্গভিত্তিক অপপ্রচার, রাষ্ট্র-পৃষ্ঠপোষিত নজরদারি এবং অনলাইন হয়রানি থেকে রক্ষা করতে শক্তিশালী **সাইবার-সুরক্ষা কাঠামো** বাস্তবায়ন করা।
- **লিঙ্গ-সংবেদনশীল করিডোরে সার্বজনীন প্রবেশাধিকার:** বাস্তুচ্যুতির সময় মাতৃকালীন স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপদ স্যানিটেশন এবং পাচার থেকে সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বিশেষায়িত **সুরক্ষিত উচ্ছেদ পথ (Evacuation routes)** প্রতিষ্ঠা করা।

উপসংহার

সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে নারীদের অধিকার রক্ষা করা কেবল একটি মানবিক বাধ্যবাধকতা নয়, বরং এটি **টেকসই শান্তি ও ন্যায়বিচারের** একটি মূল শর্ত। তাই বৈশ্বিক অঙ্গীকারগুলোকে বাস্তব পদক্ষেপ, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসন ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করা অপরিহার্য। ক্রমবর্ধমান অস্থির এই বিশ্বে, দীর্ঘস্থায়ী শান্তি এবং লিঙ্গ সমতা অর্জনের জন্য নারীদের অধিকার, মর্যাদা এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাকে একটি **যৌথ আন্তর্জাতিক অগ্রাধিকার** হিসেবে বজায় রাখতে হবে।

Q. লিঙ্গ সমতা কেবল একটি মানবাধিকারের বিষয় নয়, বরং এটি টেকসই শান্তির একটি পূর্বশর্ত। সমসাময়িক বৈশ্বিক সংঘাতের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করুন।

***

সাধারণ অধ্যয়ন ৩

2.1. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

2.1.1. অ্যানথ্রপিক বনাম মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর এবং ওপেনএআই-এর কৌশলগত প্রবেশ

প্রেক্ষিত

- সম্প্রতি মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর (U.S. Department of Defense) এবং ক্লদ এআই-এর (Claude AI) নির্মাতা সংস্থা **অ্যানথ্রপিক**-এর (Anthropic) মধ্যে একটি মতপার্থক্য তৈরি হয়েছে।
- মার্কিন সামরিক বাহিনী তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায়, বিশেষ করে **স্বয়ংক্রিয় ড্রোন হামলা** বা **অটোনোমাস স্ট্রাইক** সক্ষমতার ক্ষেত্রে অ্যানথ্রপিকের এআই প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য ব্যাপক প্রবেশাধিকার (Access) দাবি করে।
- অ্যানথ্রপিক এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে। কারণ সংস্থাটির নিজস্ব **এআই গভর্নেন্স ফ্রেমওয়ার্ক** বা নীতি অনুযায়ী, তাদের প্রযুক্তি কোনোভাবেই স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র তৈরি বা ব্যাপকভিত্তিক নজরদারি (Surveillance) কাজে ব্যবহার করা যাবে না।
- এর পরেই, **ওপেনএআই** (OpenAI) মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের সাথে একটি পৃথক চুক্তি স্বাক্ষর করে, যা নির্দিষ্ট কিছু সুরক্ষাকবচ মেনে সামরিক ক্ষেত্রে তাদের এআই ব্যবহারের অনুমতি দেয়।

পটভূমি: প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে এআই এবং বেসরকারি প্রযুক্তি সংস্থার ক্রমবর্ধমান ভূমিকা

ক. প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) গুরুত্ব

আধুনিক সামরিক সক্ষমতার ক্ষেত্রে এআই এখন একটি অপরিহার্য উপাদান। কৌশলগত সুবিধা, কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় এআই-কে অন্তর্ভুক্ত করছে।

বর্তমানে এআই প্রযুক্তি যেসব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে:

- **সাইবার নিরাপত্তা ও সাইবার যুদ্ধ:** নেটওয়ার্ক সুরক্ষা এবং শত্রুদেশের সাইবার আক্রমণ মোকাবিলায়।
- **সামরিক গোয়েন্দা বিশ্লেষণ:** বিশাল পরিমাণ তথ্য বিশ্লেষণ করে নিখুঁত গোয়েন্দা রিপোর্ট তৈরি।
- **স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ব্যবস্থা:** মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই কাজ করতে সক্ষম ড্রোন বা রোবটিক অস্ত্র।
- **ড্রোন পরিচালনা ও রণক্ষেত্রের লজিস্টিকস:** যুদ্ধক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় রসদ সরবরাহ এবং ড্রোন নিয়ন্ত্রণ।
- **কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রেডিক্টিভ অ্যানালিটিক্স:** যুদ্ধের পরিস্থিতি আগে থেকে আঁচ করা এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন এবং **রাশিয়ার** মতো বৃহৎ শক্তিগুলো তাদের **জাতীয় নিরাপত্তা কৌশলের** অংশ হিসেবে এআই উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে।

খ. বেসরকারি প্রযুক্তি সংস্থার ভূমিকা

- **উৎসের পরিবর্তন:** আগে প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি মূলত সরকারি গবেষণাগারে (যেমন ভারতের ক্ষেত্রে DRDO) তৈরি হতো। কিন্তু বর্তমানে উন্নত এআই সক্ষমতা মূলত বেসরকারি প্রযুক্তি সংস্থাগুলোর হাতে কেন্দ্রীভূত।
- **নেতৃস্থানীয় সংস্থা:** অ্যানথ্রপিক, ওপেনএআই এবং গুগলের মতো সংস্থাগুলো এখন অত্যাধুনিক **লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল (LLM)** এবং এআই প্ল্যাটফর্ম তৈরির কেন্দ্রে রয়েছে।
- **সহযোগিতা ও সংঘাত:** এই পরিস্থিতির ফলে একদিকে যেমন সরকারের সাথে বেসরকারি সংস্থাগুলোর সহযোগিতা বাড়ছে, অন্যদিকে কৌশলগত ও নৈতিক প্রশ্নে বড় ধরনের সংঘাতও তৈরি হচ্ছে।

মূল প্রযুক্তিগত ভিত্তি

ক. ক্লদ এআই (Claude AI) পরিচিতি

ক্লদ এআই হলো অ্যানথ্রপিক (Anthropic) দ্বারা নির্মিত একটি উন্নত এআই চ্যাটবট এবং কোডিং অ্যাসিস্ট্যান্ট।

প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- **আর্কিটেকচার:** ক্লদ মূলত **লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল (LLM)** আর্কিটেকচারের ওপর ভিত্তি করে তৈরি, যা অত্যন্ত উন্নত মানের টেক্সট এবং প্রোগ্রামিং কোড তৈরি করতে সক্ষম।
- **সফটওয়্যার সহায়তা:** এটি ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন সফটওয়্যার প্রোগ্রাম তৈরি, সম্পাদনা (Edit) এবং সেগুলোর কার্যক্ষমতা বৃদ্ধিতে (Optimize) সহায়তা করে।
- **সফটওয়্যার ইন্টিগ্রেশন:** প্রাসঙ্গিক সফটওয়্যার লাইব্রেরির অ্যাক্সেস থাকলে এই সিস্টেমটি নতুন টুল তৈরি এবং বিভিন্ন সফটওয়্যারের মধ্যে সমন্বয় সাধনেও সাহায্য করতে পারে।

খ. ক্লদ কোড (Claude Code) প্ল্যাটফর্ম কী?

'ক্লদ কোড' নামক একটি বিশেষায়িত ফিচার বর্তমানে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। এটি মূলত জটিল কোডিং টাস্ক এবং সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের কাজে পারদর্শিতা প্রদর্শনের কারণে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে।

গ. প্রতিরক্ষা এবং কৌশলগত প্রয়োগে এর গুরুত্ব

উন্নত প্রযুক্তিভিত্তিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার সম্ভাবনার কারণে ক্লদ এআই প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলোর মধ্যে বিশেষ আগ্রহ তৈরি করেছে।

এই সিস্টেমটি প্রতিরক্ষা উদ্ভাবনে যেভাবে অবদান রাখতে পারে:

- **গতি ত্বরান্বিত করা:** সামরিক প্রযুক্তিতে ব্যবহৃত জটিল সফটওয়্যার সিস্টেমগুলোর বিকাশের গতি বৃদ্ধি করা।
- **উন্নত প্ল্যাটফর্মের উন্নতি:** আধুনিক প্রতিরক্ষা প্ল্যাটফর্ম এবং কৌশলগত প্রযুক্তিগুলোর গুণগত মানোন্নয়নে সহায়তা করা।
- **নিরাপত্তা ছাড়পত্রের (Security Clearance) জটিলতা হ্রাস:** বিশেষায়িত প্রোগ্রামারদের ক্ষেত্রে যে দীর্ঘ নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়, তার ফলে সৃষ্ট বিলম্ব কমাতে এটি সাহায্য করে।

প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট সাধারণত অত্যন্ত গোপনীয় এবং **শ্রেণিবদ্ধ (Classified)** পরিবেশে সম্পন্ন হয়, যার ফলে যোগ্য ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ প্রক্রিয়া ধীরগতির হয়ে থাকে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে ক্লদ-এর মতো **এআই কোডিং অ্যাসিস্ট্যান্ট** ডেভেলপমেন্টের সময়সীমাকে উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনতে পারে, বিশেষ করে যখন অভিজ্ঞ সফটওয়্যার ডেভেলপাররা সংবেদনশীল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ওপর কাজ করেন।

অ্যানথ্রপিক এবং মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের মধ্যে মতপার্থক্য

অ্যানথ্রপিক এবং মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের মধ্যে মূলত এআই ব্যবহারের **নৈতিক সীমাবদ্ধতা** নিয়ে বিরোধ তৈরি হয়েছে; বিশেষ করে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র এবং নজরদারির ক্ষেত্রে।

- **প্রাথমিক সহযোগিতা:** ২০২৫ সালে অ্যানথ্রপিক মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের সাথে ২০০ মিলিয়ন ডলারের একটি চুক্তি করে। এর আওতায় সরকার **'অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসেস'**-এর সুরক্ষিত ক্লাউড পরিকাঠামোর মাধ্যমে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত প্রযুক্তিগত উন্নয়নে **'ক্লদ এআই'** ব্যবহারের সুযোগ পায়।
- **মার্কিন সামরিক এআই নীতিতে পরিবর্তন:** ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ **"অ্যাক্সিলারেটিং আমেরিকাস মিলিটারি এআই ডমিন্যান্স"** শীর্ষক একটি স্মারকপত্র প্রকাশ করেন। এই নীতির লক্ষ্য ছিল নিম্নোক্ত বাধাগুলো দূর করে সামরিক ব্যবস্থায় এআই-এর প্রয়োগ দ্রুততর করা:

- ডেটা শেয়ারিং বা তথ্য আদান-প্রদানের সীমাবদ্ধতা।
- দীর্ঘমেয়াদী পরীক্ষা এবং শংসাপত্র প্রক্রিয়া।
- চুক্তি সম্পাদনে বিলম্ব এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতা।

- **অ্যানথ্রপিকের এআই গভর্নেন্স ফ্রেমওয়ার্ক:** অ্যানথ্রপিক **"এআই কনস্টিটিউশন"** নামক একটি নৈতিক কাঠামো অনুসরণ করে, যা নিচের বিষয়গুলোতে এআই ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করে:
  - গণ-নজরদারি।
  - সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র।

মানুষের তদারকি ছাড়া উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ। **অ্যানথ্রপিকের সিইও দারিও আমোদেই** চুক্তিতে আইনি সুরক্ষাকবচ অন্তর্ভুক্ত করার ওপর জোর দেন যাতে ঘরোয়া নজরদারি এবং স্বয়ংক্রিয় মারণাস্ত্র তৈরিতে এআই ব্যবহৃত না হয়।

- **অবারিত অ্যাক্সেসের দাবি:** প্রতিরক্ষা দপ্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য অ্যানথ্রপিকের এআই মডেলগুলোতে আরও ব্যাপক অ্যাক্সেস চেয়েছিল। কিন্তু অ্যানথ্রপিক তাদের নৈতিক নীতি শিথিল করতে অস্বীকার করলে সরাসরি সংঘাত শুরু হয়।
- **"সাপ্লাই চেইন রিস্ক" হিসেবে চিহ্নিত করার হুমকি:** প্রতিক্রিয়ায় প্রতিরক্ষা দপ্তর অ্যানথ্রপিককে **"সাপ্লাই চেইন রিস্ক"** (সরবরাহ শৃঙ্খলের জন্য ঝুঁকি) হিসেবে তালিকাভুক্ত করার হুমকি দেয়। এই তকমা থাকলে সরকারি ঠিকাদার এবং প্রতিরক্ষা সহযোগীরা অ্যানথ্রপিকের প্রযুক্তি ব্যবহারে নিরুৎসাহিত হবে।

ওপেনএআই-এর প্রবেশ: চুক্তি এবং মূল পার্থক্য

বিরোধের পর, **ওপেনএআই (OpenAI)** মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের সাথে নিজস্ব চুক্তি সম্পাদন করে।

ক. **চুক্তির প্রধান শর্তাবলি:** এই চুক্তির আওতায় নির্দিষ্ট সুরক্ষাকবচ মেনে সামরিক বাহিনী ওপেনএআই-এর সিস্টেম ব্যবহার করতে পারবে:
   - আইনসম্মত প্রতিরক্ষা উদ্দেশ্যে এআই ব্যবহার করা যাবে।
   - যেসব ক্ষেত্রে মানুষের তদারকি বাধ্যতামূলক, সেখানে এআই স্বাধীনভাবে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না।
   - গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অবশ্যই মানুষের হাতে থাকতে হবে।

খ. **কার্যকরী সুরক্ষাকবচ:** ওপেনএআই জানিয়েছে তাদের কাঠামোতে রয়েছে:
   - মূলত ক্লাউড-ভিত্তিক পরিকাঠামোর মাধ্যমে ব্যবহার।
   - **'হিউম্যান-ইন-দ্য-লুপ'** (মানুষের প্রত্যক্ষ তদারকি) ব্যবস্থা।
   - অভ্যন্তরীণ এআই নিরাপত্তা ব্যবস্থার নিরবচ্ছিন্ন কার্যকারিতা।

গ. **দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য:** মূল পার্থক্যটি হলো সুরক্ষাকবচের আইনি ব্যাখ্যায়:
   - **অ্যানথ্রপিক** এমন কঠোর ও বাধ্যতামূলক বিধিনিষেধ চেয়েছিল যাতে ভবিষ্যতে আইন বা সামরিক নীতি পরিবর্তিত হলেও তাদের এআই যেন স্বয়ংক্রিয় মারণাস্ত্রে ব্যবহৃত না হয়।
   - **ওপেনএআই**-এর চুক্তি মূলত সামরিক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন ও বিধিবিধান মেনে চলার ওপর গুরুত্ব দেয়।

অ্যানথ্রপিক–DoD বিরোধের বৃহত্তর প্রভাব

১. **কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সামরিকীকরণ**
   - এই ঘটনাটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় এআই-এর দ্রুত অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি স্পষ্ট করে তোলে।

- উন্নত এআই সরঞ্জাম সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করলেও এটি **স্বয়ংক্রিয় যুদ্ধ** (Autonomous Warfare) এবং **অ্যালগরিদমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের** ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।

২. **এআই-এর নৈতিক শাসন**

- এই সংঘাতটি কর্পোরেট নৈতিক প্রতিশ্রুতি এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তা অগ্রাধিকারের মধ্যে বিদ্যমান উত্তেজনাকে ফুটিয়ে তোলে।
- প্রযুক্তি সংস্থাগুলোকে এখন বাণিজ্যিক সুযোগ, নৈতিক বাধ্যবাধকতা এবং ভূ-রাজনৈতিক চাপের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হচ্ছে।

৩. **জাতীয় নিরাপত্তায় প্রযুক্তি সংস্থাগুলোর ক্রমবর্ধমান ভূমিকা**

- বর্তমানে বেসরকারি প্রযুক্তি সংস্থাগুলো সামরিক শক্তিকে প্রভাবিত করার মতো উন্নত এআই সিস্টেম তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
- এই উন্নয়ন নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করে:
  - প্রতিরক্ষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে **কর্পোরেট দায়বদ্ধতা**।
  - সরকারি নিয়ন্ত্রণ এবং তদারকি।
  - এআই প্রযুক্তির ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা।

৪. **স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নিয়ে বিশ্বব্যাপী বিতর্ক**

- যুদ্ধে এআই-এর ব্যবহার **মারাত্মক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ব্যবস্থা** (LAWS) নিয়ে বিতর্ককে তীব্রতর করেছে।
- বিভিন্ন দেশ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা মারণাস্ত্রে **'মানুষের অর্থবহ নিয়ন্ত্রণ'** (Meaningful Human Control) নিশ্চিত করার জন্য বৈশ্বিক নিয়ম ও নিয়ন্ত্রক কাঠামোর দাবি জানিয়েছে।

ভারতের জন্য কৌশলগত তাৎপর্য

ভারত যখন তার সশস্ত্র বাহিনীকে আধুনিকীকরণ করছে এবং "IndiaAI" ইকোসিস্টেম তৈরি করছে, তখন **অ্যানথ্রপিক–DoD** বিরোধ একটি গুরুত্বপূর্ণ কেস স্টাডি হিসেবে কাজ করে।

- **প্রতিরক্ষা আধুনিকীকরণ:** ডিআরডিও (DRDO) এবং **আইডেক্স (iDEX)**-এর মতো কর্মসূচিগুলো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় এআই-এর ক্রমবর্ধমান সংহতিকে তুলে ধরে। তবে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় মানুষের তদারকি নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।
- **কৌশলগত ও প্রযুক্তিগত স্বায়ত্তশাসন: ইন্ডিয়া এআই মিশন**-এর অধীনে ভারতকে দেশীয় এআই মডেল ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে নিজস্ব সক্ষমতা শক্তিশালী করতে হবে এবং বিদেশি প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে হবে।
- **নিয়ন্ত্রণমূলক ও অর্থনৈতিক প্রস্তুতি: নীতি আয়োগ**-এর মতো সংস্থার মাধ্যমে এআই গভর্নেন্স ফ্রেমওয়ার্ক শক্তিশালী করা এবং **ডিজিটাল পার্সোনাল ডেটা প্রটেকশন অ্যাক্ট, ২০২৩**-এর অধীনে তথ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা দায়িত্বশীল এআই বিকাশের জন্য

ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা

১. **সামরিক এআই-এর জন্য আন্তর্জাতিক নীতিমালা প্রণয়ন:** জাতিসংঘ (United Nations)-এর মতো সংস্থাগুলোর অধীনে বিশ্বব্যাপী এমন একটি কাঠামো তৈরি করা উচিত যা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র এবং এআই-চালিত যুদ্ধ পরিচালনার নিয়মাবলি নিয়ন্ত্রণ করবে।

২. **এআই গভর্নেন্স ব্যবস্থা শক্তিশালী করা:** সরকার এবং সংস্থাগুলোর উচিত সুস্পষ্ট নিয়ন্ত্রক কাঠামো তৈরি করা, যার মধ্যে থাকবে:

- উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ সিস্টেমে বাধ্যতামূলক **মানুষের তদারকি** (Human Oversight)।
- সুদৃঢ় জবাবদিহিতা এবং অডিট (Audit) ব্যবস্থা।
- এআই প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখা।

৩. **দায়িত্বশীল সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP) উৎসাহিত করা:** সরকার এবং প্রযুক্তি সংস্থাগুলোর মধ্যে সহযোগিতা অবশ্যই নৈতিক নীতি, আইনি স্পষ্টতা এবং কার্যকর তদারকি কাঠামোর দ্বারা পরিচালিত হতে হবে।

৪. **উদ্ভাবন এবং নিরাপত্তার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা:** এমন নীতিমালা গ্রহণ করা উচিত যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উদ্ভাবনকে সচল রাখবে, পাশাপাশি নজরদারি বা স্বয়ংক্রিয় মারণাস্ত্রে এর অপব্যবহার রোধে কঠোর সুরক্ষাকবচ নিশ্চিত করবে।

উপসংহার

অ্যানথ্রপিক এবং মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের মধ্যে বিরোধ এবং পরবর্তীতে ওপেনএআই-এর সাথে চুক্তি—এই ঘটনাপ্রবাহ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, নৈতিক শাসন এবং জাতীয় নিরাপত্তার মধ্যে বিবর্তনশীল সম্পর্ককে প্রতিফলিত করে। এআই যেহেতু ক্রমশ সামরিক সক্ষমতাকে নতুন রূপ দিচ্ছে, তাই মানুষের নিয়ন্ত্রণ, আইনি জবাবদিহিতা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বজায় রাখা অপরিহার্য। এটি নিশ্চিত করবে যে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি যেন বিশ্বব্যাপী নিরাপত্তা রক্ষা করে দায়িত্বশীলভাবে ব্যবহৃত হয়।

Q. আধুনিক সামরিক সক্ষমতায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ক্রমশ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠছে। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় AI-এর ক্রমবর্ধমান ভূমিকা পরীক্ষা করুন এবং এর সামরিকীকরণের সাথে যুক্ত কৌশলগত ও নৈতিক চ্যালেঞ্জগুলি আলোচনা করুন।

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | IAS 10-Month GS PCM | Degree + IAS | Prelims Test Series

Click here to watch this video